6

তারিখ: 6 JUL 1996
পৃষ্ঠা — ১

দৈনিক বাংলা

ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার বলেছেন, তাঁর সরকার শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সকল প্রচেষ্টা চালাবে। খবর বাসস'র।

শেখ হাসিনা বলেন, "দেশ থেকে, বিশেষ করে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।" তিনি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী সোমবার তার অফিসে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব সৈয়দ আহমেদ এবং প্রধানমন্ত্রীর সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর এটিএম জহুরুল হক, মহাসচিব প্রফেসর মোঃ শাহ-এ-আলম প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবী ও সুপারিশমালা সংবলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বিশ্বে বাংলাদেশের এইসব সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করারও আহ্বান জানান।

ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। প্রত্যুত্তরে তিনি জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবদান রাখার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর পদের অর্থই হচ্ছে জাতির সেবা করা। এটা জনগণের সেবা করার একটা দায়িত্ব, আর কিছু নয়।

ফেডারেশনের মহাসচিব স্মারকলিপি পাঠ করেন। প্রধানমন্ত্রী

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

ধৈর্যসহকারে তা শোনেন এবং স্মারকলিপিতে উল্লিখিত বিভিন্ন দাবী ও সুপারিশের কথা লিখে নেন। স্মারকলিপিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইনের শাসন নিশ্চিত, সন্ত্রাস নির্মূল এবং শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়।

স্মারকলিপিতে এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ফেডারেশনকে সম্পৃক্ত করে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠনেরও সুপারিশ করা হয়। অন্যান্য দাবী ও সুপারিশের মধ্যে রয়েছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ চালু, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা বর্তমান ৬০ বছর থেকে ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি ও ফেলোশীপের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, দেশে-বিদেশে সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দদান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আবাসনের জন্য জমি বরাদ্দ, সহজ শর্তে গৃহ নির্মাণ ঋণদান এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ।

ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ প্রশাসনিক দুর্নীতি, অনিয়ম, দলীয়করণ ও ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে সরকারকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। ফেডারেশন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একই রকম অনিয়ম ও সন্ত্রাস দূর করতে অবিলম্বে একটি সংসদীয় কমিটি গঠনেরও আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী ফেডারেশন নেতৃবৃন্দকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে এ সকল সমস্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে যথাযথভাবে আলোচনা এবং সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, তাঁর সরকার সন্ত্রাস দমনের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন রয়েছেন এবং এই ঘৃণ্য অপরাধের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি বলেন, কিছু মহল দেশে এখন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করতে চাচ্ছে। তিনি বলেন, "তারা জনগণের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পরিকল্পিতভাবে এসব তৎপরতা চালাচ্ছে।"

প্রধানমন্ত্রী পঞ্চম সংসদে একটি কমিটি গঠনের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, "ওই সময়ে আমরা সন্ত্রাস নির্মূলের উদ্যোগ নিয়েছিলাম কিন্তু তৎকালীন সরকার ওই কমিটিকে কাজ করতে দেয়নি।" প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বাস্তবসম্মত ও কল্যাণমুখী সুপারিশ নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনগণের আশা-আকাঙ্খা পূরণে এগুলো তাঁর সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

তিনি বলেন, "আমরা জনগণের কল্যাণ সাধনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশসেবার কাজে আপনাদের পরামর্শ আমার সরকারকে সাহায্য করবে।"

ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে শীগগিরই দেশ সন্ত্রাস ও অনিয়মের বদলে সার্বিক শান্তি ও শৃঙ্খলা দেখতে পাবে। সারাজীবন নিরলস সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা নিয়ে আসার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি তারা গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বলেন, "আমরা নিশ্চিত, জাতির জনকের কন্যা জনগণকে তাদের দীর্ঘকালের প্রত্যাশা শান্তি ও উন্নয়ন উপহার দিতে সক্ষম হবেন।"

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস, প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ, ডঃ এম হাবিবুর রহমান, প্রফেসর জয়নুল আবেদীন, প্রফেসর নেসারউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক, ডঃ আরেফীন সিদ্দিক, প্রফেসর রাজ্জাক আকন্দ, প্রফেসর মিসেস হামিদা বানু, প্রফেসর শিরিন হক, প্রফেসর জসীমউদ্দিন আহমেদ, ডঃ মোহাম্মদ আশরাফ আলী ও ডঃ সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী।